# ইখওয়ানুল মুসলিমীন এবং মরক্কোর বামপন্থীদের সাথে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহন করার বিষয়ে ফতওয়া

আনসারুল্লাহ বাংলা টীমের মাধ্যমে অনূদিত

প্রশ্ন সংখ্যাঃ ৪৩৩৫

উত্তর প্রদান করেছেন মিনবার তাওহীদ ওয়াল জিহাদের শরীআহ্ কমিটি

প্রশ্ন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ আমাদের প্রিয় শাইখ আবুল- মুনধির আল শিনকিতি। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলতেছি আমি আপনাকে আল্লাহ্*র জন্য ভালোবাসি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে মরক্কোতে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহন করার ব্যাপারে ফতওয়া কি হবে , বিশেষভাবে যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে বামপন্থীরা এবং একই সময়ে বিদআতী গ্রুপ আল আদল ওয়াল ইহসান সমিতির (জামাহ আল আদল ওয়াল ইহসান) মাধ্যমে নেতৃত্ব দেওয়া হচ্ছে।

প্রশ্নকারীর নামঃ উসামাত- উল- ইসলাম

উত্তরঃ

পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহ্*র নামে শুরু করছি

সকল প্রশংসা আল্লাহ্*র যিনি সমস্ত কিছুর মালিক। আল্লাহ্*র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক তাঁর প্রিয় নবী, তাঁর সকল পরিবার এবং তাঁর সকল সাথীদের প্রতি।

শুরুঃ

সম্মানিত ভাই আমাদের জন্য আপনার যেই ধরনের ভালোবাসা আছে আল্লাহ্* আপনাকে সেই ধরনের ভালোবাসুক।

প্রিয় ভাই আমি বলতে চাই যে এই বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছে জালিম শাসকদেরকে উচ্ছেদ করে ফেলার দুর্লভ সুযোগ যারা মুসলিমদের আত্মাগূলোর উপর দশকের পর দশক ধরে ভার হয়ে আছে। তাঁরা আল্লাহ্*র আনুগত্যকারীদেরকে নির্যাতন করেছিল, আল্লাহ্*র আইনকে পরিবর্তন করেছিল এবং তাদের ভূমিগুলোকে আল্লাহ্*র শত্রুবাহিনীদের কাছে সোপর্দ করেছে।

তাঁরা ইহার ভূমিগুলোতে দুর্নীতির বিস্তার ঘটিয়েছে এবং ইহার সম্পদগুলোকে লুন্ঠন করে সাম্রাজ্যবাদীদের মিশনকে পরিপূর্ন করেছে।

সুতারাং, যদি বিক্ষোভ প্রদর্শন এই ধরনের জালিম শাসকগুলোকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ্য হয়, তাঁরা উম্মাহর এই অশুভ যুগের যবনিকা নামিয়ে আনতে পারবে, আল্লাহ্*র ইচ্ছায় এইটি একটি নতুন যুগে প্রবেশ করবে যা অনেক উত্তম এবং অনেক বেশি সৌভাগ্যশীল।

এই বিক্ষোভ সমাবেশ এখন সকল জনগণের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সমাজের বিভিন্ন ধরনের আদর্শ এবং ধর্মের লোকেদের সকলে এই ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশগ্রহন করতে অপেক্ষা করে আছে।

এই শাসকগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করা জনগণের প্রত্যকের ন্যায্য দাবি, যে শাসকগোষ্ঠী তাদের পার্থিব এবং ধর্মীয় জীবনকে কলুষিত করেছিল।

আগের উত্তরগুলোতে আমি এই ঘটনাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করেছি যে কিছু বিক্ষোভ সমাবেশকারী বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করার পারস্পরিক লক্ষ্য অর্জন করার জন্য গনতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার উপায় খুঁজতেছে, এর ফলে জনসাধারনের সার্বভৌমক্ষমতার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসবে না। পারস্পরিক লক্ষ্য অর্জন করার পর প্রত্যেক দলই তাদের নিজস্ব লক্ষ্য অর্জন করার জন্য উপায় খুঁজতে থাকবে এবং এই পথের মধ্যে ইহাদের

লক্ষ্যগুলো অর্জিত হবে।
এইভাবে প্রকৃত ব্যাপার এইটি যে বিভিন্ন আদর্শিক গ্রুপগুলো এই বিক্ষোভ সমাবেশ করার মধ্যে আপত্তির কোন বিষয় নেই।
শুধু এইটি কারন যে এই সকল লোকজন ধর্মীয় বিচ্যুতিজনিত আদর্শিক মতবাদ বহন করে, এইটি একটি আইনগত বিষয়ে তাদের সাথে কাজ করাকে নিষিদ্ধ করতে পারে না। আল্লাহ্* সুবহানুহু ওয়াতাআলা বলেনঃ **(وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوى)**

**“সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর”**

গুরুত্বপূর্ন বিষয় এইটি যে এই বিপ্লবগুলোর সফল হওয়ার ফলে তাঁরা বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে আসা লোকজনের মধ্যে কাজ করতে পারবে।
এই কারণে আমরা দেখতে পাই যে মিশরের শাসক এই বিপ্লবকে প্রথমদিকে মুসলিম ব্রাদারহুডের বিপ্লব বলে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছিল এবং গাদ্দাফি এই বিপ্লবকে আল কায়েদার বিপ্লব বলে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছিল, উভয়ে তাদের জনপ্রিয় ধারনা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল। একই কারণে গাদ্দাফি উপজাতীয় কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল এবং দেশকে পূর্বাঞ্চলের জনগণ এবং পশ্চিমাঞ্চলের জনগণ হিসেবে ভাগ করেছে।
এই জনপ্রিয় বিক্ষোভ সমাবেশের সময় বিভিন্ন আদর্শ, বিভাগ অথবা শ্রেনীর বিভাজনের সময় আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।
মরক্কোর ভাইদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে আরব এবং বার্বারদের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি করার বিষয়ে, বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের একতাকে দূর্বল করার জন্য শাসকগোষ্ঠী এগুলো সৃষ্টি করতে পারে।
আল্লাহ্* সবচেয়ে ভালো জানেন যিনি পুরো বিশ্বের মালিক।

শাইখ আবু মুনধির আল- শিনকিতি
সদস্য, শরীআহ কমিটি
মিনবার আল- তাওহীদ ওয়াল- জিহাদ